

1. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম মাননীয় সদস্য বৃন্দ আসসালামুয়ালাইকুম মাননীয় সদস্য বৃন্দ দিনের কার্যসূচি ভুক্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা উত্তরসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর টেবিল উপস্থাপিত হলো মাননীয় সদস্য বৃন্দ দিনের কার্যসূচি ভুক্ত জরুরী জনঘনত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ বিধি 71 এর আওতায় প্রাপ্ত নোটিশ সমূহের উপর কার্যক্রম স্থগিত রাখা হলো মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন উপস্থাপনের কাগজপত্র আমি এখন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জনাব মোঃ হাসান মাহমুদকে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর বার্ষিক প্রতিবেদন 2020 উপস্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমি মোঃ হাসান মাহমুদ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট 1974 এর 17 ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর বার্ষিক প্রতিবেদন এ মহান সংসদ উপস্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ উপস্থাপন করছেন মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় স্পিকার আমি মোঃ হাসান মাহমুদ তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট 1974 এর 17 ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন এই মহান সংসদে উপস্থাপন করলাম ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী প্রতিবেদনটি সংসদে উপস্থাপিত হলো মাননীয় সদস্য বৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন আইন প্রণয়ন কার্যাবলী আমি এখন মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হককে এভিডেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার

আমি আনিসুল হক মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এভিডেন্স অ্যাক্ট 1872 সংশোধনকল্পে আনিত একটি বিল এভিডেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 এই মহান সংসদে উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী আপনি বিলটি উত্থাপন করুন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি আনিসুল হক মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এভিডেন্স অ্যাক্ট 1872 সংশোধনকল্পে আনিত একটি বিল এভিডেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 এই মহান সংসদে উত্থাপন করলাম ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী এভিডেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 সংসদে উত্থাপিত হলো আমি এখন মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হককে এভিডেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আমি আনিসুল হক মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করছি যে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এভিডেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 পরীক্ষা পূর্বক 30 দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য উহা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে এভিডেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2022 পরীক্ষা পূর্বক 30 দিনের মধ্যে সংসদের রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক যারা এ প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হ্যাঁ জয়যুক্ত হয়েছে হা জয় যুক্ত হয়েছে হা জয় যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন প্রস্তাব সাধারণ বিধি 147 মাননীয় সদস্য বৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব র আঃ ম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন কর্তৃক আনিত কোর্ট এই মহান সংসদের অভিমত এই যে ঘৃণ্য খুনিচক্র ও চক্রান্তকারী গোষ্ঠী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ 15 আগস্টের শহীদদের কে নির্ঠুর ও নির্মমভাবে হত্যা করেছিল তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জানাচ্ছি কিন্তু চক্রান্তকারীদের প্রেতাঙ্কারা তারা এখনো ক্ষান্ত হয়নি আজও তারা ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে এসে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত কে সফল হতে দেয়া যায় না ইতিহাসের পাদদেশে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বাঙালির মহত্তম ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল শহীদকে বিনম্রচিত্তে ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এবং বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়ার শপথ গ্রহণ করছি 2022 এর আগস্ট মাসে একাদশ জাতীয় সংসদের ঊনবিংশ তম অধিবেশনে এই হোক প্রত্যয় দুট ঘোষণা আনকোট প্রস্তাব সাধারণের উপর আলোচনা অনুর্তিত হবে মাননীয় সদস্যবৃন্দ 147 বিধির অধীনে আনিত প্রস্তাব সাধারণের উপর আলোচনার জন্য কোন সময়সীমা কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট করা হয় নি তবে 158 বিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে স্পিকার সমীচীন মনে করলে যে বক্তৃতার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারবেন আমি এখন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব র আঃ ম ওবায়দুল মুক্তাদী চৌধুরীকে প্রস্তাবটি উত্থাপন এবং তার উপরে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আগস্ট মাস

বাঙালি জীবনে এক মাসে লিপ্ত মাস অন্তহীন বেদনা কাল্লার কষ্টের এই মাস এই মাসে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে মুক্তিযুদ্ধের দর্শন আর মুজিব আদর্শকে হটিয়ে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালির মহত্তম ব্যক্তিত্ব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার দু'কন্যা ব্যতীত সপরিবারে হত্যা করেছিল ইতিহাসের জঘন্যতম চক্রান্তকারী রাজনৈতিক সামরিক বেসামরিক মুচ শুদ্ধি চক্র এই চক্রান্তকারীরা হত্যা করেছিল নারী শিশু প্রবীণ নাগরিক বীর মুক্তিযোদ্ধা অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ রাষ্ট্রীয় কর্মের দায়িত্ব রত সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদেরকে নব বধূদের কে ক্রীড়া জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দেবকে হত্যাকারীরা বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা এই জন্য হত্যা করতে বিচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল মুশতাকের ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স আর জিয়ার সাংবিধানিক পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম চক্রান্ত ছিল এটি এখানেই শেষ নয় খুনীদেরকে দেশ-বিদেশে চাকরি দিয়েছিল আপনাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে দল গঠন করতে সুযোগ দিয়েছিল এবং তথাকথিত নির্বাচনের নামে এদেরকে নিয়ে এসে স্থান করিয়ে দিয়েছিল পবিত্র জাতীয় সংসদে কিন্তু আগ্রত জনতার উত্থান একদিন এদের তত্ত্ব তাউস ধ্বংস করে দিয়েছিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুজিব আদর্শ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার সংকল্প দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ দৃঢ় হাত ধরে এই পবিত্র সংসদ আজ বিনম্র ও শুদ্ধচিত্তে স্বরণ করছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল অবুঝ শিশু শেখ রাসেল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক শেখ মনিসহ 15 আগস্টের শাহাদাতবরণকারী সকলকে আমরা তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি আর চক্রান্তকারীরা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিষ্ক্ষিপ্ত হলেও আজ চক্রান্তকারীর ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিষ্ক্ষিপ্ত হলেও তাদের প্রেতাত্মারা এখনো ঘৃণা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে এসে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে তাদের এই ঘৃণা চক্রান্ত কে সফল হতে দেয়া যায় না ইতিহাসের পাদদেশে দাঁড়িয়ে 2022 এর আগস্ট মাসে একাদশ জাতীয় সংসদের উনবিংশ তম এ অধিবেশন এ দৃঢ় প্রত্যয় দৃঢ় ঘোষণা মাননীয় স্পিকার আমি প্রস্তাবটি উত্থাপনের আগে আমার ব্যক্তিগত একটি দুঃখের কথা বলতে চাই যে আমি অত্যন্ত কষ্টের সাথে উল্লেখ করছি যে 15 ই আগস্ট রাতে সর্বশেষ আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছিলাম বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে রাত 11 টার দিকে আমরা ক্যাপ্টেন শেখ কামালকে যিনি জাতীয় ছাত্রলীগের একজন সদস্য ছিলেন তাকে অনেকটা জোর করেই আমরা বাসার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তার সাথে সর্বশেষ আরো ঘন্টাতানেক পরে আমার আমাদের কয়েকজনের কথা হয়েছিল এই স্মৃতি যখন আসে মনে তখন খুবই কষ্ট হয় আর নিজের উপরে দুঃখ হয় কষ্ট হয় যে আমি একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সেদিন আমি এটার প্রতিবাদ করতে পারিনি আমি প্রতিবাদের জন্য মাঠে নামতে পারিনি এটা আমার দুঃখ হয় আমরা ছুটে গিয়েছিলাম এখানে সেখানে অনেকের কাছে কিন্তু কোথাও সাড়া পায়নি আমরা নিজেরা যারা ছিলাম তারা তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ের ছাত্র কর্মী ছিলাম আমরাও সাড়া পাইনি কিন্তু আমরা অবশ্য বন্ধ করে রাখিনি আমরা সেদিন আপনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম আমার মনে আছে সেপ্টেম্বর মাসে আমরা সারা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে আমরা আমাদের ছাত্রলীগ থেকে যারা গিয়েছিল একসময় জাতীয় ছাত্রলীগের তারা আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি এবং বিভিন্ন আওয়ামীলীগের সাথে যারা মনে করেছে যে বন্ধুত্বপূর্ণ আমাদের সাথে সম্পর্ক আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি আমরা যুবলীগের সাথে চেষ্টা করেছি ছাত্রলীগের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং আমরা ভালো সাড়া পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি মৌলভীবাজার ব্রাহ্মণবাড়িয়া হবিগঞ্জ কুমিল্লা আপনার চাঁদপুরে যামিন কিন্তু নোয়াখালী তারপরে চট্টগ্রাম কক্সবাজার অনেক জায়গায় গিয়েছে আমরা আমাদের আরেকটি দল নর্থ বেঙ্গলের সফর করে এসেছিল আমরা যে জন্য আমরা 20 শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলার দিন প্রথম আমরা মিছিল করতে পেরেছিলাম আমরা সাহস করে সেদিন মিছিল করতে পেরেছিলাম বলতে পারিনি সাহসের সাহসটা দেব্রিতে আসলো কেন আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে 15 ই আগস্টের সকাল ভোরে আপনার প্রত্যেক হলের সামনে ট্যাংক নিয়ে অনেক মেজর অনেক সামরিক বাহিনীর লোকেরা উপস্থিত ছিল এবং সেখানে খুজছিল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কোথায় আছে মেইনলি ছাত্রলীগকে তারা টার্গেট করেছিল আমাদের বলতে দ্বিধা নেই আমাদের সাথে আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের বন্ধুরাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন আমরা একই ব্যানারে কাজ করেছি জাতীয় ছাত্রলীগ নাম দিয়ে সেদিন আমরা এটা করতে পেরেছি 20 সেপ্টেম্বর 20 অক্টোবর শুধু আমরা আমাদের যে একটা মিছিল করেছি সেটাতে ক্ষান্ত হয়নি একুশে অক্টোবরে আমাদের উপর হামলা হয়েছিল আপনার মশিউর রহমান জাদু মিয়ার আমি নাম উচ্চারণ করতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু পরিস্থিতির জন্য বলছি তার লোকেরা আমাদের উপর লাঠি সোটা নিয়ে হামলা করেছিল কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য ছিল যা আমাদের অবস্থানটা ওদের চেয়ে ভালো অবস্থানে ছিল ওরা লোক সংখ্যার দিক থেকে অনেক কম ছিল তাদেরকে আমরা পিটিয়ে আমি জানি না এটা পার্লামেন্টারি শব্দ কিনা পিটিয়ে আমরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা বের করে দিতে পেরেছিলাম এটা একটা বিশাল ব্যাপার এবং অনেক সাধারণ ছাত্রছাত্রী এমনকি আমাদের অন্য সংগঠনের বন্ধুরা জামদ ছাত্রলীগ যেমন তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে অবাক হয়ে গিয়েছিল যে মুজিববাদের পারে এখনো এবং এখনো তাদের এত সাহস আছে কিন্তু আপনি জানেন সেদিন আমরা যে মিছিল করেছিলাম সেদিন অনেক অনেক ছাত্র-ছাত্রী এমনকি ছাত্রীরাও আমাদের মিছিলে যোগ দিয়েছিল এটা আমাদের জন্য আরো প্রেরণার উৎস হয়েছিল পরে আমরা যখন সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা রাজপথে মিছিল করব এবং সেই মিছিলের উদ্যোগ যখন নেই আমরা যেটা দুইবার চেঞ্জ করেছি একবার করেছি একুশে একুশে একুশে অক্টোবর বা এরকম কিছু না 27 শে অক্টোবর এরকম কিছু পরে আমরা এটা ডেট চেঞ্জ করে চোঠা নভেম্বরের 4 তারিখে করি এবং সেটা করার জন্য আমরা ছাত্র কর্মীরা ভাগ ভাগ হয়ে ক্লাসে ক্লাসে গিয়েছি এবং আমি আজকে বলি যারা মনে করেন যে সেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে কোন প্রতিবাদ হয়নি এ কথা সত্য যে আমরা হয়তো অত বড় প্রতিবাদ করতে পারিনি কারণ আমাদের নেতাদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাইনি কিন্তু আমরা যারা ক্লাসে গিয়েছিলাম অবাক হবেন যে সকল শিক্ষকরা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন ক্লাসের বক্তব্য রাখার জন্য এবং সকল ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের বক্তব্য রেখেছেন যে জন্য 4 নভেম্বরে যে মিছিল হয়েছিল বটতলা থেকে বঙ্গবন্ধু ভবন পর্যন্ত সেখানে বিশাল জনসমাগম করা সম্ভব হয়েছিল আজকে এই কথাগুলো মনে পড়ে আমরা পরে যদিও অনেকেই আমরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ তখন তো এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে তো আব ভাই তো আবভাই চাঁদতারা মার্কী পতাকা চাই এই অবস্থায় এই দেশে আমরা খুবই নিরাপদ অনুভব করি নাই কিন্তু সেখান থেকেও আমরা একসময় ফিরে আসি এবং ফিরে এসে আবারো আমরা সংগ্রাম এবং আন্দোলন রচনা করার চেষ্টা করি এবং আপনি অবাক হবেন মাননীয় স্পিকার শুনেন যে পহেলা সেপ্টেম্বর 1976 যখন আমাদেরকে দেওয়া হয় অনুমতি দেওয়া হয় রাজনীতি করার সেদিন আওয়ামী লীগের একটি সভা হয়েছিল মতিউর রহমান সাহেব বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন এবং তার ধানমন্ডির বাসভবনে কৃতি তখন জেলে ছিলেন তার বাসভূমি বাসভবনে সেদিন প্রথম সভা হয়েছিল কিন্তু আমরা এতই সংকীর্ণমনা এতই আমরা অবশ্যই তা ভুলও হতে পারে যে যে শোক প্রস্তাবনা হয়েছিল সেখানে শেখ কামালের নাম ছিল না আমি দারিয়ে যখন প্রতিবাদ করলাম এবং আমার বন্ধু মস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এটা সাপোর্ট করলও তারপরে শেখ কামাল এর নাম আমরা সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম

এই চির অবস্থা তারপরের অবস্থাটা কি তারপরে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে ওই যে আপনার জিয়াউর রহমান একটা আইন করে ছিল যে মৃত ব্যক্তিদের কে জায়গা দেওয়া যাবে না এইটা করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল সেটাও আমরা মানে আপনার বানচাল করে দেওয়ার জন্য আমরা ছাত্র কর্মীরা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী শামসুদ্দিন মোল্লা মোল্লা জালাল উদ্দিন এদের নেতৃত্বে আমরা সেদিন যে মিজান চৌধুরী এবং আব্দুল মালেক উকিল দের যে ষড়যন্ত্র ছিল সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ভিত্তিতে আমাদের আওয়ামী লীগ গঠিত হবে আওয়ামী লীগকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই প্রস্নাব আমরা রাখতে পেরেছিলাম এবং এইভাবেই ঘোষণা পত্র সংশোধন করে জমা দেওয়া হয়েছিল সরকারের কাছে এবং সরকারের কোন রকমের ইয়ে আপনার অনুমতি ব্যতিরেকী সরকারের পারমিশনের দিকে না তাকিয়ে আমরা আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলাম

যে জন্য পরবর্তী সময়ে আমাদের অনেক বন্ধুদেরকে আমি সহ আমার অনেক বন্ধুদেরকে কারাগারে যেতে হয়েছিল আজকে সেসব কথা বলে আপনার দীর্ঘ অবস্থায় যেতে চাই না আমরা শুধু আমি আজকে আবারো আমাদের যে প্রস্তাবটি আজকে উত্থাপন করার কথা সেই প্রস্তাবটি আবার উত্থাপন করছি হে মাননীয় স্পিকার এই মহান সংসদের অভিমত এই যে যে ঘৃণ্য খুনিচক্র চক্রান্তকারী গোষ্ঠী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ 15 আগস্টের শহীদদের কে নির্ণীত নির্মমভাবে হত্যা করেছিল তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জানাচ্ছি কিন্তু চক্রান্তকারীদের প্রেতাঙ্কারা এখনো ক্ষান্ত হয়নি আজও তারা ভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত কে সফল হতে দেয়া যায় না ইতিহাসের পাদদেশে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বাঙালির মহত্তম ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল শহীদকে বিনম্রচিত্তে ও শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এবং বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বতে সকল চক্রান্তকে বেরথ করে দেওয়ার শপথ গ্রহণ করছি দিনাজপুর ৫ আপনার সময় সাত মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে অশকঙ্ক ধন্যবাদ যে আজকে এমন একটি বিষয় এর উপর কথা বলার সুযোগ আপনি করে দিচ্ছেন মাননীয় সংসদ সদস্য র আম ওবাইদুল মুক্তাদির চৌধুরী ব্রাহ্মহানবারিয়া তিন মাননীয় সদস্য কতক কার্যপ্রণালী ১৪৭ বিধির আওতাই আনিত নিম্ন লিখিত এ প্রস্তাব এর উপর আলোচনা প্রস্তাবটি উনি বলেছেন এই মহান সংসদ এর অভিমত এই যে

ঘৃণ্য খুনি চক্র চক্রান্তকারী গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্ট এর শহীদদেরকে নির্ভুর নির্মমভাবে হত্যা করেছিল তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জানাচ্ছি কিন্তু চক্রান্তকারীদের প্রেতাত্মারা এখনো ক্ষান্ত হয়নি

আজও তারা ঘৃণ্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফিরে এসে ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিতে তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত কে সফল হতে দেয়া যায় না ইতিহাসের পাদদেশে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বাঙালির মহত্তম ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল শহীদকে বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা স্মরণ করছি এবং বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়ার শপথ গ্রহণ করছি 2022 এর আগস্ট মাসে একাদশ জাতীয় সংসদের ঊনবিংশ শতক ঊনবিংশ তম অধিবেশনে এই হোক প্রত্যয় দৃঢ় ঘোষণা মাননীয় স্পিকার আজকের এই আলোচনায় অংশ নিতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি জাতির জনকের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল 30 লক্ষ মানুষের রক্তদানের পর

প্রায় পৌনে 3 লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত এবং সম্মানের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ আমাদের হাত দিয়ে জাতির জনকের নেতৃত্বে আমরা সৃষ্টি করেছিলেন সেই বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল সমস্ত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আমার মনে আছে বাংলাদেশকে তখন কেউ শিকারি করবে না কিছু কিছু দেশ যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বিরোধিতা করেছিল দিয়ে আমরা চলা শুরু করলাম এটা ভঙ্গুর দেশ ঠিক সেই মুহূর্তে চালনায় ডাল নাই রাস্তা নাই ঘাট নাই এমন একটা অবস্থায় বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করবার জন্য বঙ্গবন্ধু যে ডাক দিলেন আমার মনে আছে তখন কোন কোন দেশ বিশেষ করে আমেরিকা তারা স্বীকৃতি দিচ্ছিল না আমার মনে আছে বঙ্গবন্ধু এক পর্যায়ে বললেন যারা স্বীকৃতি দিতে চায় না গোড়ায় নাও অফিস

এদেশে তাদের থাকার দরকার নেই তারপরে দেখলাম কয়েক দিনের মধ্যেই স্বীকৃতি দিল এই ছিলেন বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিব যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ জন্ম হতো না তাকে হত্যা করতে পারে কারা কোন মুনাক্কির কেউ যদি বলে যে আমি মুক্তিযোদ্ধা আবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাথে জড়িত সে কেমন মুক্তিযুদ্ধ হয় এরা যারা মুক্তিযুদ্ধের নাম করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল মুক্তিযোদ্ধার লেভেল গায়ে দিয়ে আজকে তাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বলবো জাতির জনক জাতির জনকের পরিবার এবং 15 আগস্টের যে শহীদরা যারা জীবন দিয়েছেন দেশের একদল ঘাতকের কাছে যাদেরকে হত্যা করে একটা ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল যারা তাদেরকে ঘৃণা জানাচ্ছি

এবং এদের আমাদের আজকে দুর্ভাগ্য এই খুনিদের সাথেও আমাদেরকে রাজনীতি করতে হচ্ছে তাদের অনুসারীদের সাথে রাজনীতি করতে হচ্ছে আমরা আজ পর্যন্ত এই খুনিদের এই দলকে ব্যান করতে পারলাম না মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আকারে জামাত বা আর যারা আলবদর আল শামস তাদের ব্যাপারে তালিকা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ওদেরকে নিষিদ্ধ করতে পারিনি আর একই সাথে রাজনীতি করতে হচ্ছে আমাদের তাদের সাথে কোন একজন মুক্তিযোদ্ধা এটা বেঁচে থাকতে আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে তা আমাদেরকে এখন গণতন্ত্রের ছবক দিচ্ছে দেশে গুম খুনের কথা বলতেছে অবাক ব্যাপার যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না তাকে হত্যা করার পর সেই দিন কোন দেশ কোন মানবাধিকার কমিশন জাতীয় সংঘের বাংলাদেশে আসতে দেখিনি আমি আমরা তো অবুঝ ছিলাম না তখন আমার মনে আছে ফারুক রশিদ এবং খুনিদের যখন বিচার হচ্ছিল আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এর

পক্ষ থেকে খোঁজ নেওয়া হচ্ছিল তাদের খাবার দাবার ঠিকমতো জেলখানায় দেওয়া হচ্ছে কিনা এই আসামীদেরকে আপনাদের যদি মনে থাকে আজকে আমাদের বিপরীতে অন্যতম বিরোধী দল সংসদে না হোক বাইরের বিরোধী দল তারা আজকে গণতন্ত্রের সবক দিচ্ছে আমাদের যে দেশে গণতন্ত্র নেই গুম গুম আর খুন নিয়ে নাকি আমরা অস্তির করে তুলেছে দেশকে সেটার জন্য ডেকে আনছে সারা দুনিয়ার লোকজনদেরকে সারা দুনিয়ার লোকজন কে ডেকে আনুক 15 আগস্টের এত জন মানুষ জাতির জনক বঙ্গমাতা শেখ কামাল শেখ জামাল এই পরিবারের 19 জন বীর মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের তাদের লাশ পড়ে আছে কোন দেশের পক্ষ থেকে তো সমবেদনা জানাবার জন্য কেউ আসেনি আজকে আমাদেরকে রাজনীতি করতে হচ্ছে এই দেশে এবং আমাদেরকে অনেকে সবক দিচ্ছে সব দলের সাথে মিলামিশা নাই কেন মুখ নাই তমুক নাই কেন নানান কথা বলতেছে সত্যের সাথে মিথ্যা নাকি আমরা মিশিয়ে ফেলতেছি

2 আলোর সাথে অন্ধকারকে নাকি আমরা যুক্ত করতেছি গতকালও শুনলাম জিয়াউর রহমান এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত কোন সন্দেহ আছে জিয়াউর রহমান কেমন মুক্তিযোদ্ধা এই চার বর্ণনা দিব আমার বেশিজন আলোচনার সুযোগ নেই জিয়াউর রহমানকে গিয়াস কামাল চৌধুরীর নাম আপনাদের মনে আছে আর আফতাব আহমেদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তারা দুজন খুব ভক্ত জিয়াউর রহমানের জিয়াউর রহমানের কাছে জিজ্ঞেস করছে স্যার

আপনার কাছে একটা জিজ্ঞাসা আমাদের আপনি আমাদের যে গৌরবের স্থান ৭ ই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধু যেখান থেকে দিয়েছে সেই মার্চটা যেখানে মুক্তিযুদ্ধের শপথ গ্রহণ করা হলো সেই মার্চ টা কি আপনি শিশু পার্ক বানালেন কেন শিশু পার্ক বানানোর জায়গা বহু আছে জিয়াউর রহমান উত্তর দিলেন খুঁজে বের করেন জিয়াউর রহমানের উত্তর ছিল মুসলমানদের আত্মসমর্পণের ঠিকানা রাখতে নেই মুসলমানদের আত্মসমর্পণের ঠিকানা অর্থাৎ ওখানে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেছে আত্মসমর্পণের ঠিকানা রাখতে নাই ওই জন্য শিশু পার্ক ওখানেই করা হলো তারা মুক্তিযুদ্ধের আমাদের জীবনে আমাদের এটা ব্যর্থতা যে আমরা বেঁচে আছি অথচ এরাও এক মিনিট মাননীয় সদস্য ১ মিনিট আমি আজকে তাই বলবো যারা এই দেশটাকে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড কারবালার প্রান্তরে সেই হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করে দিয়েছে একসাথে এত বড় মৃত্যুর ঘটনা আর কোথাও হয়নি একে একে এতগুলো মানুষকে হত্যা করা এটা কিভাবে সম্ভব এই জিয়াউর রহমানকে যখন বলতে গিয়েছিল হত্যাকারীরা ফারুক রাশিদ রা তারা গেছে এইতো হোলও আসল শ্রেষ্ঠ আমি তো বলি আসল কেউ পা ধরেছে কেও হাত ধরেছে কেও জবাই করতেছে একই অপরাধে অপরাধী আইনমন্ত্রী সেটা বলবে আলাদা আলাদা কোনো অপরাধ নেই জিয়াউর রহমানকে বলবে আমি শেখ মুজিবুর রহমান সরকারকে উত্থাত করতে চাই

জিয়া বলছে আমি সিনিয়র অফিসার আমার এটাতে ইনভলভ হওয়া ঠিক না তোমরা জুনিয়ররা এগিয়ে যাও এ কথার অর্থ কি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার বউকে বলতেছে ভাবি এনার অত্যাচার আর সহ্য করা যায় না কি করবো উনি বলতেছেন যে আমি একসাথে ঘর করি তোমরা এগিয়ে যাও জি শেষ করবেন মাননীয় সদস্য শেষ করবেন আমি মনে করি আমরা না পারলেও এই দেশের কোন এক প্রজন্ম এসে যেন এই ধরনের খুনিদের যে দল সেই দলগুলোকে যেন ব্যান করে দিতে পারে কোনদিন এটাই হোক আজকের অঙ্গীকার এবং সেইসাথে আঃম ওবাইদুল মুক্তাদির চৌধুরীর প্রস্তাবের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করছি ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব এ বি তাজুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছয় আপনার সময় ৭ মিনিট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম মাননীয় স্পিকার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জনাব র আঃম ওবাইদুল মুক্তাদির চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন এর মাননীয় সংসদ কর্তিক ১৪৭ বিধিনিধির সদস্য নিযুক্ত প্রস্তাবটির উপর সাধারণ আলোচনা অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমি এই প্রস্তাবকে সর্বত্র করার সমর্থন করে একটি কথা বলতে চাই মানিও স্পিকার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কে এই ১৫ ই আগস্ট নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল যুগে যুগে মানবসমাজ যেমন একজন ব্যক্তিকে আবির্ভাব ঘটে যার কার্যকলাপ সে সমাজ ও জাতিকে নবজন্ম দেয় তেমন একজন ক্ষণজন্মা জিনিস জন্ম দিয়েছিলেন বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের প্রাণপ্রিয় বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমরা ইনিয়ে বিনিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলছি আমার মনে হয় না সেটার দরকার আছে জিয়াউর রহমান সরাসরি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ১৯৬৬ সালে যখন জিয়াউর রহমান পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে ইন্সট্রাক্টর ছিলেন তখন কর্নেল রশিদ এবং ফারুক তারি ক্যাডেট ছিলেন এবং জিয়াউর রহমান কর্নেল রশিদ ফারুককে সার্জেন্টের আর্মস খেতাবও দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টে যাওয়ার জন্য উনার সুপারিশই কর্নেল ফারুক ট্যাংক রেজিমেন্টের অফিসার হিসেবে যোগদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন বিশেষ মার্চ ১৯৭৫ সাল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার জন্য ফারুক এবং রশিদ জিয়াউর রহমানের সাথে কথা বলেন এবং জিয়াউর রহমান আমাদের মোস্তাফিজ ভাই বলেছেন যে তোমরা করো আমি সিনিয়র মানুষ থাকি উনি সমস্ত পরিকল্পনা তার সেই সেগুলো সব করেছে আপনার বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যে গার্ড ছিল

ফাস্ট বেঙ্গলের সে গার্ড কে পরিবর্তন করে ওয়ান ফিল্ড রেজিমেন্ট এর গার্ড দেওয়া হলো বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে এবং ওই ওয়ান ফিল্ড গার্ডের রেজিমেন্টের যে অফিসার ছিল হুদা হুদা ওইখানে যাওয়ার কারণে গার্ডরা কিন্তু প্রটেকশন দেয় নাই সকলে নির্বিচারে ভিতরে ঢুকতে পারছে মন্দ হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে আমাদের কর্নেল ফারুক কর্নেল ফারুক তার বিভিন্ন সময় তার বক্তৃতায় এসব কথা বলেছেন তা ছাড়াও ৪৬ বিগ্রেডের আন্ডারে যে এফওউ ছিল সেটাকে সন্তর পরে ৪৬ বিগ্রেড থেকে উঠিয়ে নেয়া আর্মি হেডকোয়ার্টার কাছে নেওয়া হলো কর্নেল রশিদকে পোস্টিং করা হলে ভারত থেকে যে গ্যালারি কোর্স করে আসলো তাকে পোস্টিং করা হলো যশোর ক্যান্টনমেন্ট তিন মাস যেতে না যেতেই তাকে আবার পোস্টিং করে ঢাকাতে আনা হলো সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্ট এর সীইও করা হলো এটা একান্তই সেনাবাহিনীর প্রধানের নিজের ইচ্ছা হয়ে থাকে আমি ৪৬ বিগ্রেডে এর জি৩ এর সাব কেস এর দায়িত্ব পালন করেছিলাম আমার একটি প্রশিক্ষণে যাওয়ার কথা ছিল না কিন্তু আমাদের

ব্রিগেডিয়ার যে কমান্ডার ছিল সাফায়াত জামিল ছুটিতে থাকার কারণে তখন এজেন্ট আমিউল হক যে নাকি জিয়াউর

রহমানের খাস লোক ছিল সেনাবাহিনীতে সে তখন বিগ্রেড কমিটির দায়িত্ব পালন করছিল এবং উনি নিজে আমাদের ওই প্রশিক্ষণে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছিলেন যেটা আমি যাইতে চাই নাই ৪৬ বিগ্রেডে থেকে আমাদের সামরিক গোয়েন্দা অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হলো এটাও ইচ্ছাকৃতভাবে ৪৬ বিগ্রেডে থেকে সরানো হল আমাদের কর্নেল সাফায়াত জামিল ছুটিতে ছিলেন এই ছুটিতে থাকার সময় আমাদের এই ষড়যন্ত্র গুলি বাস্তবায়ন করার জন্য জিয়াউর রহমান প্রত্যেকটি কাজে সহায়তা করেছেন সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারি ফাস্ট বেঙ্গল এর পরিবর্তে কুমিল্লা থেকে আর্টিলারি রেজিমেন্টের গার্ড বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে দেওয়া এটাও কিন্তু জিয়াউর রহমান ডেপুটি চিফ স্টাফ হিসেবে করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে উনার অফিসে নূর যে সব সময় এই ষড়যন্ত্রকে যে কথা বলতো এবং নূরের মাধ্যমে তারা করতো এবং আপনারা জানলেন কর্নেল তাহেরকে যে ফাঁসি দিয়েছে সেই ফাঁসির আগেও কিন্তু কর্নেল তাহের এর সাথে

জিয়াউর রহমানের মিটিং হয়েছে একাধিকবার জিয়াউর রহমানের ওয়াইফের বড় বোনের বাসায় এবং কর্নেল তাহেরের যখন বিচার হয় তখন কিন্তু জিয়াউর রহমান ইচ্ছাকৃতভাবে তার ওয়াইফের বড় বোনকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয় যাতে কর্নেল তাহের তাকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করতে না পারে এই ষড়যন্ত্র এই লোকটি ফর্ম দা ডে ওয়ান ষড়যন্ত্র করেছিল 1949 থেকে 64 সাল পর্যন্ত সে পাকিস্তান আইএসএতে ছিল এবং এই পাকিস্তানের আইএসএতে থাকার কারণে আইএস এর সাথে যে তার মরম ধরম ছিল সেই সুবাদে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে মিলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নীলনকশা করে সাফায়েত জামিল এবং মেজর আমির আহমেদ চৌধুরী আমির আহমেদ চৌধুরী এবং মেজর হাফিজ বিলে যখন সাফায়াত জামিলের বাসায় যখন কর্নেল রশিদ নিয়ে যায় তখন সাফায়াত জামিল যখন বলল যে কি এত সকালে তোমরা কি যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে উনি তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পড়ে এবং রশিদ এসে বলল যে আমি কানেকশন উইথ দি ফোর্ট উইলিয়াম আপনি কিছু করার চেষ্টা করলে আমরা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে একশনে যাব এই কথা বলে রশিদ চলে যাই

তখন জিয়াউর রহমানের বাড়িতে যাওয়ার জন্য মেজর হাফিজ এবং সাফায়াত জামিল পায়ে হেটে রওনা দেয় যখন ওখানে জিয়াউর রহমানের বাসায় যায় তখন জিয়া রহমান সেভ করছিল অর্ধেক গাল সেভ করেছিল এবং অর্ধেক গাল বাকি আছে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট হেস বিন কিন্ড জিয়াউর রহমান নির্বিকার বললেন যে সো হোয়াট প্রেসিডেন্ট হেস বিন কিন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট উইল টেক ওভার গেট ইয়র ট্রান্স রেডি আপ হোলদ দা কম্পাটিটিউসিওন বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে উনার যে কিছু ভূমিকা আছে সেটা পর্যন্ত উনি বলেনি কারণ উনি সারারাত জেগে অপারেশন কে সাকসেসফুল করার জন্য ভূমিকা রেখেছে এবং তারপরে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আবার অফিসে যাবে সাধারণত সিনিয়র অফিসাররা সকালবেলা প্যারেড পিটি করে না তারা সাধারণত আঁটটা নয়টার দিকে অফিসে যায় কিন্তু জিয়াউর রহমান সেদিন এত ভোরে কেন প্রস্তুত হচ্ছিলেন কারণ তিনি সজাগ ছিলেন সারারাত জেগে অপারেশন থেকে তিনি মনিটর করেছেন এবং কাজ যখন সফল হয়েছে উনি শেভ তেব কইরা রাজার হালে অফিসে যাবেন এই জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এই সমস্ত কিছুই তার যে সরাসরি জড়িত ছিল এই হত্যাকাণ্ডের সাথে এটারই প্রমাণ বহন করে মাননীয় স্পিকার জিয়াউর রহমান আপনি দেখেন সে সবসময় কালো চশমা পরতো কি তার চোখটা টেরা ছিল এটাকে বলে লক্ষী টেরা সে সেকেন্ডের মধ্যে তার চোখ উল্টে যেত আবার সেকেন্ডের মধ্যে চোখ ঠিক হয়ে যেত এটা যেন সাধারণ মানুষ না দেখতে পারে সেজন্য সব সময় কালো চশমা পরতো এই লোকটি সব সময় ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য সে খালেদা জিয়াকে রাখতে চায় নাই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে খালেদা জিয়ার কে স্ত্রী হিসেবে রাখার কারণে এবং তৎকালীন অনেক ছাত্রনেতার কারণে বঙ্গবন্ধু জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীতে একটা অতিরিক্ত পোস্ট ক্রিয়েট করে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ পদ সৃষ্টি করে তাকে সেনাবাহিনীতে রাখছে আর সেই জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের জন্য নীল নকশা করেন আমরা কতজনই লোক যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত অস্ত্র নিয়ে গুলি করেছে হত্যাকাণ্ড করেছে অবশ্যই তারা অপরাধী এবং তাদের বিচার হবে কিন্তু যারা পিছন থেকে সমস্ত পরিকল্পনা করে আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান

যার নির্দেশ আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছি যার নির্দেশে আমরা সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তরিত হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 1 মিনিট তাদেরকে বাংলাদেশের মাননীয় সদস্য 1 মিনিট তাদেরকে স্থান দেওয়ার কোন সুযোগ নেই আমরা দেখছি এখনো সেই যে পাকিস্তানিদের প্রতাপ্তা জিয়াউর রহমানের যে দল এই সমস্ত লোক এখনো স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল এক সময় ছিল সেনাবাহিনীর সাহায্যে আপনারা বাংলাদেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে ক্ষমতা নিয়েছিলেন সেই দিন শেষ আর কোনদিন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন আপনারা বাস্তবায়িত হবে নাহ আপনারা বিদেশিদের কাছে যান দল্লা ধরেন সাহায্য চান আপনারা ক্ষমতায় বসানো যাবে নাহ আরে আপনারা বাংলার মানুষ জনগণের কাছে যান আর যদি না পারেন দলবল নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আসেন

বলেন যে নেত্রী আমাদের দলের এই অবস্থা কি করলে দলের ভালো হবে নেত্রী ঠিকই আপনাদের সুবুদ্ধি দিবে ভালো বুদ্ধি দিবে আপনার সেই পথে চলেন দেশের উন্নতি করার জন্য ভূমিকা রাখেন আপনারা যা শুরু করেছেন

আমার মনে হয় আমাদের নেত্রী আমাদের নির্দেশ দেওয়া উচিত যে প্রত্যেকদিন যুদ্ধ করতে আর ভালো লাগে না একটা শেষ যুদ্ধের খবর দেন এই যুদ্ধ করে হয় তারা থাকবে আর না হলে আমরা দেশে থাকবো এছাড়া আর কোন বিকল্প নাই প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে আর ভালো লাগে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য এক মিনিট তাদের তো বাংলাদেশের থাকতে দেওয়া যায় না এটা আমাদের মনে হয় নতুন প্রজন্ম বা আমরা সকলে মিলে এই কাজটা আমাদের এখনি করা উচিত মাননীয় স্পিকার আমাদের টকশো গুলি দেখলে মনে হয় আমরা কি বাংলাদেশে আছি না কোথায় আছি বৃষ্টিতে পারিনি এত বুদ্ধিজীবী বঙ্গবন্ধু সহ এতগুলি লোকের লাশ বঙ্গ 32 নম্বরে আছে আমাদের সাফায়াত জামিল 2 মিনিট দিয়ে দিয়েছিল ওগুলোর একটা ছবি ধারণ করার জন্য তখন এখনকার মত এত মোবাইল ফোন ছিল না ক্যামেরা খুব দুপ্রাপ্য ছিল আমি যে এই ছবিগুলো উঠাই ছিলাম এবং সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধু লাশ উপরে

আলমারির পাশে মহিলাদের লাশ খাটের উপর লাশ ওই দৃশ্য দেখলে যাদের ভেতরে রক্ত চলাচল করে বিবেক আছে তাদের কারো চোখে পানি না এসে পারে না সেই অবস্থায় ছবিগুলো উঠিয়ে আমি সাফায়াত জামিলের কাছে ওয়াশ করে নিয়ে দিয়ে এই ছবিগুলি পরে ফরসিস বিগ্রেডে এর কাছে ছিল আমার হক জিয়াউর রাহমান এর খাস লোক সেগুলি কি করেছে আমরা জানি আমি মাননীয় সদস্য শেষ করবেন না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড কিছুতেই মেনে নিতে পারি নাই সেই কারণেই আমরা সামরিক অভ্যুত্থান করি জিয়াউর রহমানের বাসায় আমি নিজে গিয়েছি আমার কোর্সমেট এবং ক্লাসমেট ক্যাপ্টেন হাফিজ মেজর বিএনপির মেজর হাফিজ মেজর হাফিজ ক্যাপ্টেন হাফিজ আমার কোর্সমেট এবং ক্লাসমেট সে ফার্স্ট বেঙ্গলি ছিল সে যেয়ে প্রথম জিয়াউর রহমানের বাসার গার্ড টেক ওভার করে খবর দেওয়ার পর আমি ওখানে যেয়ে জিয়াউর রহমানের বাসার যত টেলিফোন কানেকশন

বিচ্ছিন্ন করি এবং জিয়াউর রাহমান এর সাথে সকাল ভোর ছয়টা পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম এবং সেখানে আমি দেখেছি জিয়াউর রহমান মোটোও অনুশোচনা তার মধ্যে আমি দেখিনাই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের এবং আমি তোকে নিজে বলেছি যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ইমিডিয়েট পড়ে আপনাকে যখন সেনাপ্রধান করা হলো আপনি সেই পদ কেন গ্রহণ করলেন তাতে আমাদের ধারণা যে আপনি বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত সেই কারণেই আজকে আমরা এই অভ্যুত্থান করতে বাধ্য হয়েছি আমরা কোনভাবেই আপনার প্রেসিডেন্ট মোস্তাককে আমরা গ্রহণ করি না মোস্তাকের 4 তারিখ নভেম্বরের 4 তারিখ বঙ্গভবনে আমি নিজেই গিয়েছি সেখানে সাফায়াত জামিল আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য সময় বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না আমি দুঃখিত যে এক মিনিট আমি মোস্তাককে ধরি মেজর ইকবাল মোস্তাককে মোটামুটি বাদ দিয়ে দেন আমি বলি ইউ আর এ ব্লাদি ইউ আর এ পাকিস্তানি এজেন্ট ইউ আর এ ইন্ডিয়ান এজেন্ট তুমি পাকিস্তানি এজেন্ট তোমার এই বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নাই সেখানে সাফায়াত জামিল এসে বলল লেট মি হ্যান্ডল দিস থিং ওসমানী এসে বলল দল্ল মেক ইট বায়ফরা

আমরা এটা দেখতেছি কি করা যায় এই যে শড়যন্ত্রের সাথে জড়িত জিয়াউর রহমান এই জিয়াউর রহমানের ব্যাপারে আজকে যে প্রস্তাব আসছে তার আমার মনে হয় তার এই মৃত্যুর পরবর্তী কোন কোর্ট করে তাকে বিচার করে তার আবার ফাঁসি দেওয়া উচিত কারণ যেই ঘটনা সে বাংলাদেশের সৃষ্টি করেছে এই ঘটনাটি পৃথিবীতে আর কোথাও না ঘটে সেজন্য একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের করতে হবে এই জিয়াউর রহমানের পরিবার বাংলাদেশে বসবাস করার কোন অধিকার রাখে না তারা বাংলাদেশকে কলকিত করেছে আপনাদের স্বাধীনতাকে কলকিত করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কলকিত করেছে যিনি বাংলার স্বাধীনতা দিয়েছেন তাকে হত্যা করেছে তার রক্ত এই দেশে থাকার কোন অধিকার নাই আমি সর্বান্তকরণে এ প্রস্তাবকে সমর্থন করি এবং এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ১ মিনিট আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় সদস্য জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী দিনাজপুর চারকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় সাত মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির জনক স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বাঙালি জাতির মহানায়ক যাকে বাংলাদেশের মানুষ হৃদয় নিঃড়ানো ভালোবাসা দিয়ে বঙ্গবন্ধু অভিধায় অভিষিক্ত করেছিল সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 1975 এর নভেম্বরে জেলখানায় নৃশংসভাবে নিহত চার জাতীয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাই মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ 30 লক্ষ আত্ম উৎসর্গকারী বাংলার বীর সন্তানকেও

একই সঙ্গে ২ লক্ষ মা বোনকে শ্রদ্ধা জানাই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষ ভাগের পরে তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন তার প্রিয় বাংলা তখন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই তরুণ দূরদর্শী নেতা ঢাকায় পা দিয়েই অনুধাবন করেছেন যে পথ পরিবর্তনের ফলে আমাদের শুধু উপনিবেশিক শক্তির রূপটা পাল্টাল তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আন্দোলন বাঙালি পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ইত্যাদিতে নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন এইভাবে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে চলে আসতে থাকেন ১৯৫৫ সালে নবগঠিত পাকিস্তান গণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু তাই বাংলায় বক্তৃতা দিতে চান